ফিরে এল রামাযান

আব্দুল হামীদ মাদানী

বছরান্তে আবার ফিরে এল রমযান মাস। বড় সৌভাগ্যবান তাঁরা, যাঁরা এ মাসটিকে এ বছরেও ইবাদতের মৌসম হিসাবে লাভ করবেন এবং তার যথার্থ কদর ক'রে পরকালের পাথেয় সংগ্রহের কাজে তার দিনগুলিকে ব্যবহার করবেন।

আর কত দুর্ভাগ্যবান তাঁরা, যাঁরা রমযান আসার আগেই এ দুনিয়া ছেড়ে চলে গেছেন অথবা রমযান পাওয়ার পরেও তার যথার্থ কদর করবেন না এবং তার দিন ও রাতগুলিকে আখেরাতের সম্বল সংগ্রহের কাজে ব্যবহার করবেন না।

রমযান আসে মানুষের কাছে নবায়নের বার্তা নিয়ে। মানুষের ঈমান পুরনো হয়ে যায়, যেমন পরিহিত কাপড় ধীরে ধীরে পুরনো হয়ে যায়। ঈমান নবায়ন করতে হয়। মরিচা পড়া, জং ধরা ঈমানকে ঝালিয়ে নিতে হয়। সারা বছরের গ্লানি ও মনের ময়লাকে দূর করার আহবান-বার্তা নিয়ে রমযান আসে ফি-বছর। রমযান আসে আল্লাহর তাক্বওয়া মানব-মনে বদ্ধমূল করার তাগীদে। মহান আল্লাহ বলেন,

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ} (١٨٣) سورة البقرة

অর্থাৎ, হে বিশ্বাসিগণ! তোমাদের জন্য সিয়ামের (রোযার) বিধান দেওয়া হল, যেমন বিধান তোমাদের পূর্ববর্তীগণকে দেওয়া হয়েছিল, যাতে তোমরা সংযমশীল হতে পার। (সূরা বাক্বারাহ ১৮৩ আয়াত)

রমযান আমাদের দরজায় এসে হাজির। যে রমযান সর্বপ্রথম এসেছিল হিজরী দ্বিতীয় সনে। যার রোযা প্রত্যেক সামর্থ্যবান মুসলিমের জন্য ফরয। আর তা হল ইসলামের পাঁচটি রুকনের মধ্যে চতুর্থ রুকন্।

এই সেই রমযান মাস, যার মধ্যে মহান আল্লাহ কুরআন অবতীর্ণ করেছেন। বছরের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ মাসে, মাসের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ দশকে, দশকের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ রাতে, সারা পৃথিবীর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ শহরে, মানবকুলের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ মানবের উপরে, গ্রন্থসমূহের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ 'আল-কুরআন' অবতীর্ণ হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيَ أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ} (١٨٥) سورة البقرة

অর্থাৎ, রমযান মাস, এতে মানুষের দিশারী এবং সৎপথের স্পষ্ট নিদর্শন ও সত্যাসত্যের পার্থক্যকারীরূপে কুরআন অবতীর্ণ করা হয়েছে। (সূরা বাক্বারাহ ১৮৫ আয়াত)

আল-কুরআনে বারো মাসের মধ্যে কেবল এই গুরুত্বপূর্ণ মাসটির নাম উল্লেখ হয়েছে। এই মাসের মধ্যে রয়েছে এমন একটি রাত, যা হাজার মাস অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

এই মাসের মর্যাদা রক্ষা করতে শয়তানদেরকে বন্দী ক'রে রাখা হয়। তবুও যে পাপাচার ঘটে তা মনুষ্য-শয়তান দ্বারা ঘটে।

এই মাসের মর্যাদা রক্ষার্থে ৭টি জাহান্নামের সমস্ত দরজা বন্ধ রাখা হয় এবং আটটি জান্নাতের সমস্ত দরজা খুলে দেওয়া হয়। এই মাসের মর্যাদার ব্যাপারে সতর্ক করতে গায়বী আহবান হয়, 'হে মঙ্গলকামী! তুমি অগ্রসর হও। আর হে অমঙ্গলকামী! তুমি পিছে হটো।' (বুখারী-মুসলিম)

এই মাসের এত ফযীলত যে, যদি কেউ তাতে একটি উমরাহ করতে পারে, তাহলে খোদ মহানবী ﷺ-এর সাথে থেকে সাহাবীর মতো হজ্জের সওয়াব হয়! (বুখারী-মুসলিম)

ব্রাদারানে ইসলাম! এই সেই মাহাত্ম্যপূর্ণ মাস, যার জন্য মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে এত এত প্রস্তুতি। কিন্তু তার জন্য আমার-আপনার প্রস্তুতি কী?

আমরা প্রস্তুত রোযা রাখতে। রোযাতে কী আছে? একদিন আল্লাহর ওয়াস্তে রোযা রাখলে জাহান্নামের আগুন রোযাদারের নিকট থেকে একশ' বছরের পথ দূরে সরে যায়! (ত্বাবারানী)

অন্যান্য আমল লোক-প্রদর্শন ক'রে করা যায়, কিন্তু এতে লোক-প্রদর্শন হয় না। এ রোযা কেবল আল্লাহর জন্য। তিনি নিজে এর প্রতিদান দেবেন।

রোযা হল বান্দার জন্য ঢাল স্বরূপ। জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচার জন্য ঢাল স্বরূপ। পাপ-পঙ্কিলতা থেকে বাঁচার জন্য ঢাল স্বরূপ। (তিরমিযী)

রোযা সেদিন রোযাদারের জন্য পরিত্রাণের সুপারিশ করবে, (আহমাদ, হাকেম) যেদিন প্রত্যেক নবী 'নাফসী-নাফসী' করবেন।

আর রমযানের রোযা? সে তো আরো মাহাত্ম্যপূর্ণ। কাবীরা গোনাহ থেকে দূরে থাকলে আগামী রমযান পর্যন্ত সকল সাগীরাহ গোনাহর কাফ্ফারা (প্রায়শ্চিত্ত) হয়ে যায়। (আহমাদ, মুসলিম, তিরমিযী)

যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি সঠিক ঈমান রেখে সওয়াবের আশায় রমযানের রোযা রাখে, মহান আল্লাহ তার পূর্বেকার পাপরাশি মাফ ক'রে দেন। (বুখারী-মুসলিম)

এই মাসে মানুষের ক্ষমা ও মুক্তিলাভের মাস। যে এ মাসে ক্ষমা পেল না, সে বড় বঞ্চিত। সে বড় হতভাগা, যে এ মাসেও আল্লাহর ক্ষমা লাভ করে না। তার জন্য রয়েছে সর্বশ্রেষ্ঠ ফিরিশ্তার বদ্দুআ এবং সর্বশ্রেষ্ঠ নবীর 'আমীন' বলা। 'দূর হোক সে দূর হোক।' (ইবনে খুযাইমা, ইবনে হিব্বান)

তাই তো মু'মিন মাত্রই এ মাসের সিয়াম পালন করে। তাতে কোন প্রকার ওজর-অজুহাত দেখায় না। চালাকি কি আল্লাহর সাথে চলে?

মু'মিন রোযা রাখে, যেহেতু রোযাদারকে মহান আল্লাহ ভালবাসেন। তার মুখের দুর্গন্ধও তাঁর কাছে কস্তুরী অপেক্ষা বেশি সুগন্ধময়! (বুখারী-মুসলিম)

মুসলিম রোযা রাখে, যেহেতু রোযাদারের জন্য রয়েছে দু'টি খুশি ঃ একটি প্রত্যহ ইফতারির সময় এবং অপরটি নিজ প্রতিপালকের সাথে সাক্ষাতের সময়। (ঐ)

মুসলিম রোযা রাখে, যেহেতু রোযায় সে রসদ পায়, সারা বছরের জন্য 'তাক্বওয়া'র রসদ পায়।

মুসলিম রোযা রাখে, যেহেতু তাতে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য হয়।

রোযা অবস্থায় রোযাদারের দুআ কবুল হয়। (সিলসিলাহ সহীহাহ ১৭৯৭নং) রোযা রাখার ফলে সে পাপ থেকে পবিত্র হয় এবং জাহান্নাম থেকে মুক্তি লাভ করে।

রোযা রাখলে রোগী অনেক রোগ থেকে মুক্তি পায়। জন্ডিস, হ্যাপাটাইটিস, প্লীহা, বদহজম, যকৃৎ, ফ্যাট বা চর্বিজাতীয় সকল প্রকার রোগে উপকার দেয় রোযা।

যৌন-পীড়িত যুবকদের যৌন-পীড়ন দমন করে এই রোযা।

ভাল কাজে অভ্যাসী বানায় এই রোযা, এই রমযান। মন্দ কাজ বর্জন করতে অভ্যাসী হয় রোযাদার। পক্ষান্তরে "যে (রোযাদার) মিথ্যা কথা এবং অসার কর্ম ত্যাগ করে না, তার পানাহার ত্যাগে আল্লাহর কোন প্রয়োজন নেই।" *(বুখারী ১৯০৩নং, আসহাবে সুনান)*

রমযান রোযার মাস। এ মাসে মুসলিমদের ভ্রাতৃত্ব ও সৌহার্দ সুন্দররূপে পরিস্ফুটিত হয়। এক সঙ্গে ইফতারী ক'রে, এক জামাআতে তারাবীহর নামায আদায় ক'রে, অভাবীদেরকে সাহায্য ক'রে সম্প্রীতি ভরা সমাজের ছবি ফুটে ওঠে এ মাসে। অনেকে এক দিনে দু'টি অথবা তারও বেশি রোযার সওয়াবের অধিকারী হয় অপরকে ইফতারী করিয়ে।

আর পরকালে রয়েছে রোযাদারের জন্য খাস বেহেশ্ত, যার নাম 'রাইয়ান'। (বুখারী-মুসলিম)

রমযানের রাতে মুসলিম তারাবীহর নামায পড়ে। তাতেও তার পূর্বেকার পাপরাশি মাফ হয়ে যায়। (বুখারী-মুসলিম)

রমযানে সে দান-খয়রাত করে। যেহেতু রমযান হল খয়রাতের মাস।

রমযানে সে বেশি বেশি কুরআন তেলাঅত করে, কারণ রমযান কুরআনের মাস। সেই কুরআন, যা তেলাঅত করলে তার এক একটি অক্ষরের বিনিময়ে লাভ হয় ১০টি ক'রে নেকী। (তিরমিযী, দারেমী)

মহান আল্লাহ যাকে তওফীক দেন, সে এই মাসের শেষ দশকে ই'তিকাফ করে। শবেকদর লাভ করার জন্য ১০টি রাতই কোমরে কাপড় বেঁধে জাগরণ করে। নিজে রাত্রি জেগে ইবাদত করে এবং পরিজনবর্গকেও তাতে উদ্বুদ্ধ করে।

রমযান তওবার মাস, আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তনের মাস। অন্য পথে হারিয়ে যাওয়া মানুষ ফিরে আসে আল্লাহর পথে। কত সৌভাগ্যের অধিকারী সে মানুষ।

আর কত হতভাগ্য সে মানুষ, যে তার সৃষ্টিকর্তা ও প্রতিপালককে কেবল রমযানে চেনে। রমযান এলে আল্লা-ওয়ালা হয়, আর রমযান গেলে আল্লা-ভোলা। বড় নিকৃষ্ট সে মানুষ।

ফিরে এল আবার সেই রমযান মাহিনা,
ত্যাগ চাই, ধৈর্য চাই, পিঠে-পুলি চাহি না।